Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীদের অধিকার ও অবস্থান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিয়া রহমান

রোলঃ 2280204522309

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীদের অধিকার ও অবস্থান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিয়া রহমান

রোলঃ 2280204522309

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামে নারীদের অধিকার ও অবস্থান " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাদিয়া রহমান, আইডিঃ 2280204522309 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামে নারীদের অধিকার ও অবস্থান " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

সাদিয়া রহমান

(স্বাক্ষর)

সাদিয়া রহমান

আইডিঃ 2280204522309

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা:..5

প্রেক্ষাপট:...7

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:..11

গবেষণাপত্র বা হাইপোথিসিস:..13

মূল আলোচনা / অধ্যায়সমূহ:...17

উপসংহার :...33

তথ্যসূত্র:..34

ভূমিকা:

ْاِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْاِسْلَامُ

নিশ্চয়ই মহান আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত দ্বীন (আলে ইমরান ১৯)। আর এই দ্বীনে মহান আল্লাহ তা'আলা নারীর অধিকার,মর্যাদা এবং অবস্থানকে সুস্পষ্ট রূপে তুলে ধরেছেন । মর্যাদা অর্থ- গৌরব, সম্ভ্রম, সম্মান, মূল্য ইত্যাদি। আর নারীর মর্যাদা বলতে নারীর ন্যায়-সঙ্গত অধিকারকে বুঝায়। আর অধিকার অর্থ প্রাপ্য, পাওনা ইত্যাদি। কারো অধিকার প্রদানের অর্থ হচ্ছে তার প্রাপ্য বা পাওনা যথাযথভাবে প্রদান করা। আর এ প্রাপ্য বা পাওনা বলতে তার অধিকারের স্বীকৃতি, কর্তব্যের সঠিক বিশ্লেষণ ও সামাজিক জীবনে তার অবদানের যথার্থ মূল্যায়নই বুঝানো হয়। সুতরাং নারী অধিকার বলতে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তথা সকল ক্ষেত্রে নারীর যথার্থ মূল্যায়নকেই বুঝানো হয়। আর এ প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইসলাম নারীদের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করেছে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে । নর-নারীর সমন্বয়েই এ মানব জাতি। নারী জাতি হ’ল মহান আল্লাহর এক বিশেষ নেয়া‘মত। আল্লাহ তা‘আলা নারীকে পুরুষের জীবন সঙ্গিনী হিসাবে মানব জীবন পরিচালনার জন্য আমাদের আদি পিতার পাজরের অংশ থেকে তার সহযোগী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। ইসলাম মর্যাদার দিক দিয়ে নারীকে পুরুষের থেকে ভিন্ন করে দেখেনি।এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে-

"যে ব্যক্তি নেক কাজ করবে হোক সে পুরুষ কিংবা নারী এবং সে ঈমানদার হবে এরূপ লোক জান্নাতে দাখিল হবে তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না। "(সূরা নিসা- ১২৪)

ইসলামের মহাগ্রন্থ পবিত্র আল কোরআনে ‘নিসা’ অর্থাৎ ‘মহিলা’ শব্দটি ৫৭ বার এবং ‘ইমরাআহ’ অর্থাৎ ‘নারী’ শব্দটির ২৬ বার উল্লেখ হয়েছে। পবিত্র কোরআনে ‘নিসা’ তথা ‘মহিলা’ শিরোনামে নারীর অধিকার ও কর্তব্যসংক্রান্ত একটি স্বতন্ত্র বৃহৎ সূরাও রয়েছে। এ ছাড়া কোরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদিসে নারীর অধিকার, মর্যাদা ও তাদের মূল্যায়ন সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। ইসলাম নারীর ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছে। দিয়েছে নারীর জান-মালের নিরাপত্তা, সর্বোচ্চ সম্মান এবং সম্পর্কের ভিত্তিতে তাদের সর্বোচ্চ সুন্দর অবস্থান। এবং ইসলামের আগমনেই নির্যাতিত, নিপীড়িত, অবহেলিত নারী সমাজ পেয়েছে মুক্তির সন্ধান। সারা দুনিয়াতে যখন নারীরা নিদারুণ অবস্থায় কালাতিপাত করছিল, আরব, ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে তাদেরকে জন্তু-জানোয়ার বলে মনে করা হ’ত এবং মানুষ হিসাবে তাদের

কোন মর্যাদা ও অধিকার স্বীকার করা হ’ত না, তখন ইসলাম নারীর যথাযথ অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করে নারী জাতিকে সম্মানের সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা পুরুষদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন,

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

‘তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক’ (বাক্বারাহ ১৮৭)। তিনি আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَنِسَاءَ وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْباً-

‘হে মানব সকল! তোমরা তোমাদের স্বীয় প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই আত্মা (আদম) হ’তে সৃষ্টি করেছেন এবং ঐ আত্মা হ’তে তাঁর জোড়া (হাওয়া)-কে সৃষ্টি করেছেন এবং এতদুভয় হ’তে বহু নর ও নারী বিস্তার করেছেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা পরস্পরের নিকট (স্বীয় হকের) দাবী করে থাক এবং আত্মীয়তা (এর হক বিনষ্ট করা) হ’তেও ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকলের খবর রাখেন’ (নিসা ১)।

প্রেক্ষাপট:

প্রেক্ষাপট বলতে আমরা কোন বিষয় বা ঘটনার পেছনের কারণ অবস্থা বা পরিবেশ পরিস্থিতিকে বুঝি যা সেই বিষয়টিকে বুঝতে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে ইসলামে নারীদের অধিকার ও অবস্থান বিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রে প্রেক্ষাপট হলো ইসলাম আসার পূর্বে নারীদের অবস্থা কেমন ছিল সেই বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হওয়া। ইসলাম পূর্ব যুগে নারী ছিল সবচেয়ে অবহেলিত, লাঞ্চিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত এবং অধিকার হারা জাতি। সে সময় নারীকে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বাজারের পণ্য হিসাবে গণ্য করা হ'ত। সেই সময়ে নারীদেরকে মানুষ হিসাবে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া হ'ত না এবং তাদের কোন সামাজিক অধিকার স্বীকৃত ছিল না। এমনকি মানব জাতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে সমাজে বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও ছিল না। তাদের প্রতি খুবই কঠোর আচরণ করা হ'ত। সে যুগে নারীদেরকে মনে করা হ'ত দাসী এবং ভারবাহী পশু হিসাবে। যাদেরকে ক্রয়-বিক্রয় করা হ'ত। সে আমলে স্বামী যত খুশি স্ত্রী গ্রহণ করত এবং ইচ্ছা করলে তার স্ত্রীকে অপরের কাছে বিক্রি করে দিতে পারত কিংবা স্ত্রীকে দিয়েই কেউ ঋণ পরিশোধ করত। আবার কেউ উপহার হিসাবে কাউকে এমনিই দিয়ে দিত। তারা কন্যা সন্তান জন্মকে লজ্জাজনক মনে করে স্বীয় নিষ্পাপ কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতেও কুণ্ঠিত হ'ত না। তাদের এমন বিবেক বর্জিত কর্ম সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا الْمَوْؤُوْدَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ،

'আর যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল'? (তাকভীর ৮-৯)।

সেযুগে তারা পিতা-মাতা বা স্বামীর মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত হ'ত। পিতৃহীনা সুন্দরী-ধনবতী বালিকার অভিভাবক যথাযথ মোহর দানে তাকে বিবাহ করতে সম্মত হ'ত না। আবার অন্যত্র বিবাহ দিতেও অসম্মতি প্রকাশ করত। সুন্দরী বাঁদী দ্বারা দেহ ব্যবসা করিয়ে অর্থ উপার্জন করা হ'ত। এ গর্হিত কাজ হ'তে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন,

وَلاَ تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا،

'আর তোমরা দুনিয়ার ধন-সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে তোমাদের যুবতী দাসীদেরকে ব্যভিচারে লিপ্ত হ'তে বাধ্য করবে না। যখন তারা পাপমুক্ত থাকতে চায়' (নূর ৩৩)।

উল্লিখিত যুগে একের অধিক নারী বিবাহ করে তাদের ন্যায্য পাওনা হ'তে বঞ্চিত করা হ'ত। তাদেরকে তালাক দিয়ে অন্যত্র স্বামী গ্রহণের অবকাশও দেওয়া হ'ত না। এ জাতীয় অমানবিক ও অমানুষিক যুলুম অত্যাচার নারী জাতির উপর করা হ'ত। এছাড়া বিভিন্ন ধর্মেও নারীদের মর্যাদা এবং অবস্থান ছিল অতি নিম্ন স্তরের।
বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারীদের অবস্থান নিম্নে তুলে ধরা হ'ল-

হিন্দু ধর্মে : মধ্যযুগে হিন্দু সমাজে নারীদের অবস্থা শোচনীয় ছিল, যেখানে তারা প্রায় অধিকারহীন ছিল। নারীদেরকে বলী দেওয়া হ'ত এবং এ ধর্মে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এছাড়াও এ ধর্মে নারীরা পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত। হিন্দু ধর্মে নারীদের অতীব হীন ও নীচু স্তরের প্রাণী মনে করা হ'ত। এ দিকে ইঙ্গিত করেই Professor India গ্রন্থে বলা হয়েছে, There is no creature more sinful than woman. Woman is burning fire. She is the sharpedge of the razor she is verily all there in a body. অর্থাৎ 'নারীর ন্যায় এত পাপ-পঙ্কিলতাময় প্রাণী জগতে আর নেই। নারী প্রজ্জ্বলিত অগ্নি স্বরূপ। সে ক্ষুরের ধারালো দিক। এই সমস্তই তার দেহে সন্নিবিষ্ট'। নারীদের প্রতি ঘৃণাভরে বলা হয়েছে, Men should not love their অর্থাৎ 'নারীদেরকে ভালবাসা পুরুষদের উচিৎ নয়'।
মধ্যযুগে হিন্দু সমাজে নারীদের অবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য:
অধিকারহীনতা: নারীরা প্রায় অধিকারহীন ছিল এবং তাদের জীবন পুরুষদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো।
সম্পত্তি: নারীরা স্বামীর সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হত, এবং সম্পত্তির উপর তাদের কোনো অধিকার স্বীকৃত ছিল না।
সতীদাহ প্রথা: বাংলার অধিকাংশ অঞ্চলে সতীদাহ প্রথা একটি বাধ্যতামূলক প্রথা ছিল। পরবর্তীতে মধ্যযুগে মুসলিম শাসনের প্রভাবে নারীদের জীবনে কিছুটা পরিবর্তন এনেছিল, যেখানে তাদের অবস্থা পুরুষের চেয়ে নিকৃষ্ট বলে বিবেচিত হত।

বৌদ্ধ ধর্মে : বৌদ্ধ ধর্মেও নারীদের অবস্থান খুব একটা সুখের ছিল বলে মনে হয় না। সাধারণত নারীদেরকে পুরুষদের থেকে নিকৃষ্ট বলে মনে করা হতো। এবং কখনও কখনও তারা শূদ্রদের সমান স্তরের হিসাবে বিবেচিত হত, চারটি বর্ণের মধ্যে যারা ছিল সর্বনিম্ন। বৌদ্ধ ধর্মে নারীকে সকল পাপের জন্য দায়ী করা হ'ত। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ওয়েষ্টমার্ক বলেন, Woman are of all the snares which the tempter has spead for man, the most dangerous; in woman are embodied all the powers of infatuation

which blined the mind of the world. অর্থাৎ 'মানুষের জন্য প্রলোভনের যতগুলি ফাঁদ বিস্তার করে রেখেছে, তন্মধ্যে নারীই সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। নারীর মধ্যে সকল মোহিনী শক্তি অঙ্গীভূত হয়ে আছে, যা সমস্ত বিশ্বের মনকে অন্ধ করে দেয়'।

ইহুদী ধর্মে : এ ধর্মে নারীর প্রকৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'সতী নারীর চেয়ে পাপিষ্ট পুরুষও শতগুণে ভাল'। তারা নারীকে যাবতীয় পাপ ও মন্দের মূল কারণ হিসাবে গণ্য করেছে।এক কথায় প্রাচীন ইহুদি সমাজে নারী ছিলেন গৃহকেন্দ্রিক, সীমিত অধিকারভুক্ত, ও ধর্মীয়ভাবে পুরুষের অধীনস্থ এবং চরমভাবে লাঞ্ছিত।

খৃষ্টান ধর্মে : খৃষ্টধর্ম মতে নারীরাই নরকের প্রবেশ দ্বার। সপ্তদশ শতাব্দীতে 'কাউন্সিল অব দ্যা ওয়াইজ'-এর অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় 'Woman has no soul' 'নারীর কোন আত্মা নেই'।পূর্ব খৃষ্টান ধর্মে নারীকে আধ্যাত্মিকভাবে সম্মান দেওয়া হলেও, বাস্তবে তারা সামাজিক, ধর্মীয়, শিক্ষাগত ও আইনি ক্ষেত্রে নানা সীমাবদ্ধতার শিকার ছিলে।

চীন সভ্যতায় : চীন দেশের নারীদের অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে জনৈকা চীনা নারী বলেন, 'মানব সমাজে নারীদের স্থান সর্বনিম্নে। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! নারী সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য প্রাণী। জগতে নারীর মত নিকৃষ্ট আর কিছু নেই'। ধর্মীয়ভাবে নারীকে 'ইন (Yin)' শক্তি হিসেবে দেখা হতো, যা "নরম-দুর্বল ও নত" স্বভাবের প্রতীক,আর পুরুষকে 'ইয়াং (Yang)' যা "শক্তি ও নেতৃত্ব" এর প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হতো।

গ্রীক সভ্যতায় : বিশ্বখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস বলেন, 'Woman is the greates source of chaose and disruption in the world' 'নারী জগতে বিশৃংখল ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস'।

রোম সভ্যতায় : রোম সভ্যতায় পরিবারের নেতা ও পরিচালক পিতা বা স্বামী নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিল। তারা যখন ইচ্ছে তখনই নারীকে ঘর থেকে বহিষ্কার করে দিত।

বর্তমান বিশ্বেও নারীর যথাযথ অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হ'তে তাদেরকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে তাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। পাশ্চাত্যবাদীরা নারী

স্বাধীনতার নামে নারীদেরকে ঘরছাড়া করেছে। ইসলাম নারীদেরকে মর্যাদার যে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল, পাশ্চাত্যবাদীরা তা ক্ষুণ্ণ করে নারীদের আবার অনাচার আর দুষ্কর্মের শিকলে বন্দী করে ফেলেছে।

পাশ্চাত্যবাদীরা পারিবারিক বন্ধনকে ভেঙ্গে নারীদেরকে নিজেদের অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে গড়ে তুলছে। আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলোতে এমনকি আমাদের দেশেও ৮৫% নারী ধনতন্ত্রবাদের সেবায় নিজেদের বিলিয়ে দেয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ নারীদেরকে অপরের ইচ্ছার পুতুল বানিয়ে তাদেরকে বাজারের পণ্য ও ফ্যাশনের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করছে এবং খদ্দেরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য নারীদের বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করছে। যেমন- নারীদের নগ্ন ও অশ্লীল ছবি, নারী বিষয়ক নানান অশ্লীল গল্প, কবিতা, উপন্যাস, অশ্লীল সিনেমা ইন্টারনেট সহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে। ফলে যুব সমাজ এমনকি বৃদ্ধদেরও মানষিক বিকৃতি ঘটছে। এভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা নারীদেরকে তাদের উন্নত মর্যাদার আসন থেকে টেনে নীচে নামিয়ে আনছে। অল্প কথায়, নারীর মর্যাদা দানের পরিবর্তে নারী জাতির প্রতি দিন দিন অমর্যাদা ও অবমাননাই বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার অজস্র প্রমাণ এ সমাজে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তাকালেই বোঝা যায় প্রচন্ড সূক্ষ্ম ভাবে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

লক্ষ্য বলতে আমরা সাধারণত বুঝি যা কিছু আমরা অর্জন করতে চাই এবং উদ্দেশ্য হল সেই লক্ষ্য অর্জনের নির্দিষ্ট কারণ বা ধাপ। অর্থাৎ কেন এবং কিভাবে আমরা সেই লক্ষ্য পূরণ করতে পারি। ইসলামে নারীদের অধিকার ও অবস্থান নির্ধারণের লক্ষ্য হলো নারীর মর্যাদা ও সম্মান প্রতিষ্ঠা করা এবং উদ্দেশ্য হলো নারীর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা,পারিবারিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা,ন্যায় ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি নানা বিষয়াবলি। মানব সৃষ্টির প্রথম দিকে আল্লাহ তা'আলা আদি পিতা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁর সহধর্মিনী হিসাবে তাঁরই বাম পাঁজরের একটি হাড় হ'তে আদি মাতা হাওয়া (আঃ)-কে সৃজন করেন। অতঃপর তাঁদের হ'তে অসংখ্য নর-নারী সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى 'হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হ'তে সৃষ্টি করেছি' (হুজুরাত ১৩)।

মহান আল্লাহ এ বিশ্ব জগতে অসংখ্য মাখলূকাতের মধ্যে মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে মর্যাদা দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً-

'আর আমি বনী আদমকে সম্মানিত করেছি এবং তাদেরকে জলে ও স্থলে আরোহণ করিয়েছি এবং উত্তম বস্তুসমূহ প্রদান করেছি। আর আমি তাদেরকে আমার বহু সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি' (বনী ইসরাঈল ৭০)।

আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষ উভয়কেই সম্মান দিয়েছেন, পুরুষের থেকে নারীকে ভিন্ন ভাবে দেখেননি। বরং যুগ যুগ ধরে অবহেলিত ও উপেক্ষিত নারী সমাজকে পুরুষের সমমর্যাদা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়ে অধিক মর্যাদা দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

'স্ত্রীদেরও পুরুষদের উপর ন্যায় সঙ্গত অধিকার রয়েছে। আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে' (বাক্বারাহ ২২৮)।

ইসলাম পুরুষ ও নারীর শারীরিক ও মানসিক বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে তাদের দায়িত্ব ও অধিকারকে ন্যায্যভাবে বণ্টন করেছে। লক্ষ্য হলো উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও পরিপূরক সম্পর্ক গড়ে তোলা। ইসলাম নারীকে সামাজিক, পারিবারিক ও অর্থনৈতিক জীবনে সুরক্ষা দিয়েছে। পিতা, স্বামী, ভাই ও পুত্রকে তার অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছে, যাতে নারী সম্মান ও নিরাপত্তার মধ্যে জীবনযাপন করতে পারে। নারীর শিক্ষা, উত্তরাধিকার, সম্পত্তির মালিকানা, বিবাহ ও তালাকের ক্ষেত্রে নিজস্ব মতামতের অধিকার দিয়ে ইসলাম নারীর আত্মনির্ভরশীলতা নিশ্চিত করেছে। ইসলাম নারীর সম্পত্তির অধিকার, মেহর, উত্তরাধিকার ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছে। উদ্দেশ্য হলো নারী যেন আর্থিকভাবে নির্ভরশীল হলেও মর্যাদায় পিছিয়ে না থাকে। ইসলাম নারীকে মা, স্ত্রী, কন্যা ও বোন হিসেবে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। পরিবারের মধ্যে নারীকে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও দায়িত্বের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করা ইসলামের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ইসলাম নারীর প্রতি সকল প্রকার অত্যাচার, অবিচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে নারীকে সর্বক্ষেত্রে অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে। বস্তুত ইসলামী বিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমেই নারী খুঁজে পাবে তার প্রকৃত সম্মান মর্যাদা এবং অধিকার। পৃথিবীর অন্য সকল ধর্ম, সকল মতবাদে নারীর জন্য যে অধিকারের কথা বলা হয়েছে তা প্রকৃত অর্থে কেবল মেকি এবং অসাড়তার মোড়কে মোড়ানো চটকদার বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই নারীদের প্রকৃত সম্মান মর্যাদা এবং আত্মসম্মান খুঁজে পেতে হলে তাদেরকে অবশ্যই ইসলামী বিধি-বিধানের আলোকে তাদের অবস্থান সুস্পষ্টভাবে বুঝে নিতে হবে। তাহলেই কেবল যথাযথভাবে নারীরা খুঁজে পাবে তাদের প্রকৃত সম্মান মর্যাদা এবং অধিকার।

গবেষণাপত্র বা হাইপোথিসিস:

হাইপোথিসিস বলতে আমরা বুঝি মূলত প্রাথমিক ধারণা বা গবেষণার ভিত্তিক ধারণা যা যাচাই করার জন্য গবেষণা করা হয়। ইসলামে নারীদের অধিকার ও অবস্থান বিষয়ক গবেষণাপত্রে আমাদের আলোচনা এই যে ইসলাম নারীকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্র সহ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে বিভিন্ন অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে, যা প্রাক-ইসলামি যুগে ছিল না। ইসলাম আগমনের পূর্বে নারীরা সমাজে অবহেলিত, অধিকারবঞ্চিত ও নিপীড়িত ছিল।জাহিলিয়াতের যুগে নারীরা তাদের নিজেদের ধন-সম্পদ নিজেরা ভোগ করেত পারত না। তাদের সম্পত্তিতে তাদের কোন অধিকার ছিল না।

মোহরানা হিসেবে তাদের যে টাকা অর্থ সম্পত্তি দেয়া হতো তাও তাদের থেকে স্বামীরা আত্মসাৎ করে নিয়ে নিতো । তাদেরকে গৃহ অভ্যন্তরে আটক করে রাখা হতো। জাহিলিয়াতের যুগে নারীরা তাদের স্বামীর পক্ষ থেকে নানাবিধ নির্যাতন বৈষম্য অবহেলার শিকার হত। নারীরা তাদের স্বামীদের পক্ষ থেকে অনাকাঙ্ক্ষিত অশুভ আচরণের মুখোমুখি হতো। আর কখনো কখনো তারা নারীদেরকে এক অনিশ্চিত জীবনের দিকে ঠেলে দিত। তারা তাদের তালাকও দিত না আবার স্ত্রী রূপে তাদের মেনেও নিত না বরং তাদের ঝুলিয়ে রাখতো। এটা ছিল তাদের জন্য এক অবর্ণনীয় দুরবস্থা।

জাহেলিয়াতের যুগে আরবদের কন্যা সন্তানদের প্রতি এতোই অনিহা ছিল তারা তাদের কন্যা সন্তানদের হত্যা করতে কোন প্রকারের কুণ্ঠাবোধ করত না। তাদের অনেকে তো এমন ছিল যারা তাদের কন্যা সন্তানদের পাহাড় ঘরের ছাদ বা কোন উঁচু স্থান থেকে নিক্ষেপ করে হত্যা করত। আল্লাহ তায়ালা তাদের জঘন্যতম কাজ সম্পর্কে কুরআন মাজিদে আলোচনা করে বলেন-

وَإِذَا ٱلۡمَوۡءُۥدَةُ سُئِلَتۡ.

আর যখন জীবন্ত কবরস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

بِأَيِّ ذَنۢبٖ قُتِلَتۡ.

কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে? তাকওয়ীর:[৮-৯]

আরবের যারা খুব গরিব ও অসহায় ছিল তারা তাদের কন্যাদের অভাব অনটন এবং কোন কিছু না থাকার কারণে হত্যা করত। মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের এসব নিষেধ করে বলেন-

وَ لَا تَقۡتُلُوۡۤا اَوۡلَادَکُمۡ خَشۡیَۃَ اِمۡلَاقٍ ؕ نَحۡنُ نَرۡزُقُہُمۡ وَ اِیَّاکُمۡ ؕ اِنَّ قَتۡلَہُمۡ کَانَ خِطۡاً کَبِیۡرًا ﴿۳۱﴾و
لا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم و اياكم ان قتلهم كان خطا كبيرا .٣١

অভাব-অনটনের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমিই তাদেরকে রিযক দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।[সূরা ইসরা-৩১]

এমন অসংখ্য অগণিত অন্যায় অত্যাচার জুলুমের আঁতুড় ঘর ছিল জাহিলিয়াত যুগের সময়। এমনকি বর্তমানেও নারীদের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের লেখালেখি ও ব্যাঙের ছাতার মতো অসংখ্য সংগঠন গজিয়ে উঠেছে।নারী-অধিকার,নারী-নীতি,সমানাধিকার ইত্যাদি বিষয়ের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে অসংখ্য সংগঠন,সংস্থা। এরা নারী অধিকার নিয়ে নামমাত্র কাজ করলেও মূলত নারীর অধিকার বলতে তারা কি বোঝাতে চায় তা আদৌ পরিষ্কার নয়। নারী অধিকার বলতে তারা মূলত এ কথা বুঝায় যে নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিশ্চিত করা, পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য না থাকা, উলঙ্গ বেহায়াপনায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো,পশ্চিমা নারীদের মতো অধিকার নিশ্চিত করা ইত্যাদি। তারা মুখে এগুলো স্বীকার না করলেও তাদের কাজ-কর্মে মূলত এগুলোই প্রকাশিত হয়। নারী স্বাধীনতার নামে নারীকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করাই তাদের এহেন কর্মকান্ডের মূল লক্ষ্য।

তাইতো এরকম পশুর জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অসংখ্য নারী বর্তমানে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিচ্ছে। কেননা ইসলাম নারীকে সম্মানিত করেছে। মা, স্ত্রী, কন্যা ও বোন হিসেবে আলাদা মর্যাদা দিয়েছে। আমরা দেখতে পাই ঐতিহাসিকভাবে ও নারীদের অবস্থান ছিল অনবদ্য। যেমন-ওহুদ যুদ্ধে আহত সৈনিকদের সেবা করার জন্য নারীদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আহতদের উদ্ধার করে সেবা করেছেন, পানি সরবরাহ করেছেন এবং প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। উম্মে সুলাইম, উম্মে সালমা এবং আয়েশা (রা.) সহ অনেক নারী সাহাবি এই দায়িত্ব পালন করেন, যা যুদ্ধের ময়দানে পুরুষ সৈনিকদের মনোবল বাড়াতে এবং চিকিৎসা সহায়তা প্রদানে সাহায্য করে।

আহতদের পরিচর্যা ও চিকিৎসা: যুদ্ধের পর আহত সৈনিকদের সেবা করা, যেমন পানি পান করানো, ছাতু গুলিয়ে খাওয়ানো এবং তীর খুলে দেওয়া ইত্যাদি।

পানি সরবরাহ: যুদ্ধক্ষেত্রে পানির মশক বহন করে নিয়ে আসা এবং তৃষ্ণার্ত সৈনিকদের পানি পান করানো।

প্রাথমিক চিকিৎসা: আহতদের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম দিয়ে সহায়তা করা।

অন্যান্য সহায়তা: মালপত্র ও সাওয়ারির রক্ষণাবেক্ষণ এবং সবার জন্য খাবার তৈরির কাজও করতেন তারা।

মোট কথা তারা তাদের অবস্থান এবং ফিতরাত অনুযায়ী ইসলামের জন্য কাজ করে গেছেন। এগুলো থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি কোন কোন ক্ষেত্রে নারীর অধিকার ও মর্যাদা বেশি আবার কোন ক্ষেত্রে পুরুষের অধিকার ও মর্যাদা বেশি। কিছু কাজ যেগুলো

নারীদের পক্ষে সহজ যা পুরুষ করতে পারে না আবার কিছু আছে যেগুলো পুরুষদের পক্ষে সহজ যা সহজে নারীরা করতে পারে না। নারী এবং পুরুষের এ ধরনের বিশেষ পার্থক্যকে অস্বীকার করার কোন ভিত্তি নেই। বরং এটাই তাদের সহজাত প্রবৃত্তি। নারীর অধিকারগুলির মধ্যে রয়েছে সম্পত্তি অর্জন ও ব্যবহারের স্বাধীনতা, শিক্ষার অধিকার,রাষ্ট্রীয় অধিকার, ধর্মীয় অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার,বিয়ের ব্যাপারে সম্মতির অধিকার,নিজ পেশার অধিকার,স্বামীর উপার্জনের উপর অধিকার,উত্তরাধিকার,পিতৃপরিচয় সংরক্ষণের অধিকার,সন্তানের সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার,স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার,বিয়ে বিচ্ছেদের ব্যাপারে মত প্রকাশের অধিকার,নারীর আধ্যাত্মিক শিক্ষার অধিকার,মা বোন কন্যা স্ত্রী হিসেবে নারীর সম্মান পাওয়ার অধিকার, বিধবার অধিকার এবং পরিবার ও সমাজের সম্মানজনক অবস্থান সহ আরো নানাবিধ অধিকার। তবে সময়ের বিবর্তনে সাংস্কৃতিক কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কারণে ইসলামে নির্ধারিত সেই অধিকারসমূহ আজও পুরোপুরি বাস্তব জীবনে যথাযথভাবে প্রয়োগ বা বাস্তবায়িত হয়নি। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে নারীর প্রকৃত অধিকার ও অবস্থান অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং সুদৃঢ় যা নিম্নোলিখিত বিষয় গুলো থেকে আমরা অনেকটাই অনুমান করতে পারি।

১. অর্থনৈতিক অধিকার

সম্পত্তির মালিকানা: ইসলাম নারীকে তার নিজের সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়, দান-সদকা এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার দিয়েছে।

সম্পদ গ্রহণের বৈধতা: নারীর অনুমতি ছাড়া তার সম্পত্তি গ্রহণ করা বৈধ নয়।

ম্যাট্রিমোনিয়াল খরচ: বিবাহের সময় স্বামী কর্তৃক স্ত্রী তার ব্যয় ও ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকার রাখে।

২. সামাজিক ও শিক্ষাগত অধিকার

শিক্ষার অধিকার: "ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর প্রতি ফরজ" (ইবনে মাজাহ)। ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য ইলম শিক্ষা করা ফরজ করেছে, যা নারীর শিক্ষার অধিকারকে নিশ্চিত করে।

সম্মানজনক জীবনযাপন: ইসলাম নারীকে সম্মানজনকভাবে জীবনযাপন করার অধিকার দিয়েছে।

উত্তম আচরণ: স্বামী ও পরিবারের সদস্যদের উচিত নারীর সাথে উত্তম আচরণ করা এবং তাদের সাথে সুন্দর ভাষায় কথা বলা।

বিয়েতে সম্মতি: নারীকে তার স্বামী নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং কারো মাধ্যমে তাকে বিয়ে করতে বাধা দেওয়া যাবে না।

৩. পারিবারিক অধিকার ও মর্যাদা

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক: ইসলামে স্বামী-স্ত্রীকে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং পারিবারিক জীবনে নারী-পুরুষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্মানকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সন্তানদের লালন-পালন: নারীর প্রধান দায়িত্ব হিসেবে তার স্বামী ও সন্তানের দেখাশোনা করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

পারিবারিক সুরক্ষা: ইসলাম নারীর জান-মালের নিরাপত্তা এবং সর্বোচ্চ সম্মান নিশ্চিত করেছে।

উত্তম আচরণের নির্দেশ: রাসুল (সা.) নারীদের সাথে উত্তম আচরণের উপদেশ দিয়েছেন। ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে তাদের মর্যাদা এতোটাই সমুন্নত।

ইসলাম নারীদের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে যে ধরনের অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি তা যদি সমাজে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয় তাহলেই নারীরা খুঁজে পাবে তাদের প্রকৃত সম্মান মর্যাদা এবং অবস্থান। ইসলাম নারীকে যে অধিকার দিয়েছে, তা আদর্শভাবে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ন্যায় ও সম্মানের প্রতীক। কিন্তু বাস্তব জীবনে অনেক সমাজে সেই নীতিগুলো বিকৃত হয়েছে,ব্যক্তি-গোষ্ঠী-সমষ্টিগত নানা স্বার্থে ফলে নারী তার প্রকৃত মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। নারী হারাচ্ছে তার প্রকৃত ফিতরাত,সম্মান-মর্যাদা এবং অধিকার।

মূল আলোচনা / অধ্যায়সমূহ:

মানব সভ্যতার ইতিহাসে নারী সমাজের অবস্থান সব যুগেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় নারী ছিলেন অবহেলিত, অবমূল্যায়িত এবং কখনও কখনও ক্রীতদাসীর মতো জীবনযাপন করতে বাধ্য। এমনকি গ্রিক, রোমান, চীনা ও হিন্দু সমাজেও নারীদের স্বাধীনতা ও অধিকার ছিল সীমিত যা আমরা পূর্বালোচনা থেকে খুব সহজেই বুঝতে পারি। সমাজে তাদের ভূমিকা ছিল গৃহস্থালী কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং শিক্ষার অধিকার থেকেও তারা বঞ্চিত ছিল।

এই অন্ধকার যুগে ইসলাম পৃথিবীতে নেমে আসে এক আলোকবর্তিকার মতো। ইসলামের আগমন মানবজাতিকে যেমন তাওহীদের বার্তা দিয়েছে, তেমনি নারী সমাজকে দিয়েছে পূর্ণ সম্মান, মর্যাদা ও ন্যায্য অধিকার। ইসলাম নারীকে সমান নৈতিক মর্যাদা ও পরকালে পুরস্কার লাভের অধিকার দিয়েছে এবং তাদের জ্ঞান অর্জন, বিবাহ, সম্পত্তি ও পেশার উপর অধিকার নিশ্চিত করেছে। ইসলাম নারীর সম্মান, নিরাপত্তা এবং সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছে। ইসলাম নারীকে কেবল পারিবারিক জীবনের অংশ হিসেবে নয়, বরং সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের সহযোগী সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

ইসলামী জীবনব্যবস্থায় নারী ও পুরুষ উভয়কেই একে অপরের পরিপূরক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন—

“তোমরা একে অপরের জন্য সৃষ্টি।” (সূরা আন-নিসা: ১)

এই আয়াত ইসলামী দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের পারস্পরিক নির্ভরতা ও সমমর্যাদার এক অনন্য ঘোষণা। ইসলাম বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর যে অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হ’ল-

১. ইসলামে নারীর মর্যাদা এবং অবস্থা:

ইসলাম নারীকে যে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে তা মানব ইতিহাসে নজিরবিহীন। কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—

"আমি তোমাদের সবাইকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি।" (সূরা হুজুরাত: ১৩)

এর দ্বারা বোঝা যায়, নারী ও পুরুষ উভয়েই সৃষ্টির দিক থেকে সমান এবং আল্লাহর কাছে মর্যাদার মানদণ্ড কেবল তাকওয়া (পরহেজগারি)। ইসলামে নারী কোনোভাবেই পুরুষের অধীন নয়; বরং আল্লাহর বিধান অনুযায়ী উভয়ের দায়িত্ব ও অধিকার পরস্পর পরিপূরক।
আল্লাহ বলেছেন যে, মানব সৃষ্টির শুরু থেকে নারী পুরুষের সঙ্গী, যেমন সে পুরুষের সঙ্গী নেকি প্রাপ্তি ও শাস্তির ক্ষেত্রে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗۖ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٩٧﴾ [النحل: ٩٧]

"যে মুমিন অবস্থায় নেক আমল করবে, পুরুষ হোক বা নারী, আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তারা যা করত তার তুলনায় অবশ্যই আমরা তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব"। [সূরা আন-নাহাল, আয়াত: ৯৭]

নারী ইসলামপূর্ব আরবে ছিল সমাজের উপেক্ষিত অংশ। কন্যা সন্তান জন্মকে অপমান মনে করে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো। কিন্তু ইসলাম সে বর্বর প্রথার অবসান ঘটিয়ে ঘোষণা দেয়—

"কন্যা সন্তান জন্ম নিলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত।"

এরকম অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে ইসলাম নারীদের করেছে এমনই মর্যাদাবান এবং সুদৃঢ় অবস্থানকারীর অন্তর্ভুক্ত।

২.বিবাহের মাধ্যমে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

জাহিলী যুগে বৈবাহিক ক্ষেত্রে নারীদের কোনরূপ অধিকার ছিল না। তারা শুধু পুরুষের ভোগের সামগ্রী ছিল। ইসলাম এহেন ঘৃণিত প্রথার মূলোৎপাটন করতঃ নারী ও পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

فَانْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُوْلُواْ-

‘তবে যেসব নারী তোমাদের পছন্দ হয়, তাদের মধ্য থেকে দুই দুই, তিন তিন, চার চার জনকে বিবাহ কর। কিন্তু তোমাদের মনে যদি আশংকা জাগে যে, তোমরা তাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না। তাহ’লে একজন স্ত্রী গ্রহণ কর অথবা তোমাদের দাসীদেরকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ কর। অবিচার হ’তে বাঁচার জন্য এটাই অধিক সঠিক কাজ’ (নিসা ৩)।

৩.স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতায় নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান:

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারীদের পসন্দমত স্বামী গ্রহণের কোন অধিকার ছিল না। যখন-তখন তাদেরকে পাত্রস্থ করা হ’ত। কিন্তু ইসলাম নারীকে স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতা দিয়েছে। যে কেউ ইচ্ছা করলে বলপূর্বক কোন নারীর স্বামী হ’তে পারবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ ‘হে পুরুষরা! তোমরা মহিলাদেরকে (স্বীয় স্বামী নির্বাচন করে) বিয়ে করাতে বাধা প্রদান করো না’ (বাক্বারাহ ২৩২)।

হাদীছে এরশাদ হয়েছে,

عِنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘স্বামীহীনা নারীর বিবাহ তার অনুমতি ব্যতীত দেওয়া যাবে না। কুমারীর বিবাহ তার সম্মতি ব্যতীত দেওয়া চলবে না। তারা (উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! কুমারীর সম্মতি কিরূপে (নেওয়া যাবে)? উত্তরে তিনি বললেন, তার নীরবতাই সম্মতি’।[9]

৪.মোহর দানের মাধ্যমে নারীর অধিকার ও মর্যাদা :

ইসলাম নারীর মর্যাদার স্বীকৃতি স্বরূপ বিবাহের ক্ষেত্রে মোহর প্রদান অপরিহার্য করে দিয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ‘তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে মোহর দিয়ে দাও সন্তুষ্টির সাথে’ (নিসা ৪)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘যে শর্তটি পূরণ করা সবচেয়ে যরূরী তাহ’ল ঐ শর্ত- যা দ্বারা তোমরা (স্ত্রীর) লজ্জাস্থান হালাল করো’। অর্থাৎ ‘মোহর’।[11]

মোহর হলো নারীর জন্য এক ধরনের অগ্রিম অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, যা তাকে প্রয়োজনের সময় সম্মানজনক জীবনযাপনের একটি ব্যবস্থা করে দেয়। ইসলামে, মোহর প্রদানের মাধ্যমে নারীকে তার মর্যাদাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এটি স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে দেওয়া একটি সম্মানজনক উপহার। মোহর বাবদ প্রাপ্ত সম্পত্তি সম্পূর্ণভাবে স্ত্রীর নিজের। তিনি এই অর্থের মালিক এবং এটি সম্পূর্ণভাবে তাঁর ব্যক্তিগত অধিকারভুক্ত।মোহর আদায় করা স্বামীর জন্য একটি বাধ্যতামূলক কর্তব্য। এটি পরিশোধ না করলে, স্বামী বেঁচে থাকা অবস্থায়ও, স্ত্রী তাঁর সম্পত্তির উপর মোহরের দাবি করতে পারেন।যদি স্বামী মোহর পরিশোধ না করে মারা যান, তাহলে তাঁর মৃত্যুর পর প্রাপ্ত সম্পদের একটি অংশ থেকে প্রথমে স্ত্রীর মোহর পরিশোধ করতে হবে, তারপর বাকি সম্পদ বন্টন হবে।

৫.নারীদের পারিবারিক অধিকার:

ইসলামে নারীদের সার্বিকভাবে পারিবারিক অধিকারগুলোর মধ্যে রয়েছে মোহরানা, ভরণপোষণ এবং উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদের মালিকানা লাভের অধিকার। এছাড়া, বিবাহের ক্ষেত্রে সম্মতি দেওয়ার, সম্মানজনক জীবন যাপনের এবং নিজের অর্জিত সম্পদের ওপর একচ্ছত্র মালিকানার অধিকারও রয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে পরিপূরক হিসেবে দেখে এবং উভয়ের জন্য ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করে। বিবাহের সময় স্বামী স্ত্রীকে মোহরানা দিতে বাধ্য। এটি নারীর নিজস্ব সম্পদ, যা থেকে স্বামী হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

ইসলাম নারীদের সম্পত্তির অধিকার দিয়েছে, যেমন - মৃত্যুর পর পিতা-মাতার সম্পদের অংশীদার হওয়া।

নারীকে ক্রয়-বিক্রয়, দান বা উপঢৌকন দেওয়া এবং নিজের সম্পদে অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। স্ত্রী ধনী হলেও পরিবারের জন্য ব্যয় করতে বাধ্য নন, কিন্তু স্বামী যদি সক্ষম হন তবে তাকেই স্ত্রীর ও পরিবারের আর্থিক ব্যয়ভার বহন করতে হবে। ইসলামে বিবাহ একটি পারস্পরিক সম্মতির বিষয়। নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে বিয়ে দেওয়া যায় না। পরিবারে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে প্রাকৃতিক পার্থক্য ও দায়িত্বের ভারসাম্য রক্ষা করে সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। ইসলাম নারীকে সম্মানজনকভাবে জীবনযাপন করার অধিকার দিয়েছে। পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয় যা নারীর মর্যাদারই একাংশ।

৬.মা হিসেবে নারীর অধিকার ও মর্যাদা :

পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা বলেন, আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক একমাত্র তারই ইবাদত করার ও পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার তাগিদপূর্ণ আদেশ দিয়েছেন। তোমার (জীবদ্দশায়) তাদের একজন বা উভয়েই বার্ধক্যে উপনীত হলে তুমি তাদের উদ্দেশ্যে বিরক্তিসূচক 'উহ'-ও বলো না এবং তাদেরকে বকাঝকা করো না, বরং তাদের সাথে সদা বিনম্র ও সম্মানসূচক কথা বলো। আর তুমি মমতাভরে তাদের উভয়ের ওপর বিনয়ের ডানা মেলে ধর। আর দোয়ার সময় বলবে,

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি সেভাবে দয়া করো যেভাবে শৈশবে তারা আমায় লালনপালন করেছিল। (সুরা বনি ইসরাঈল : আয়াত ২৩-২৪)

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, একবার একজন লোক মহানবির (সা.) কাছে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসুল! মানবজাতির মধ্যে কোন ব্যক্তি আমার নিকট সদয় ব্যবহার ও উত্তম সাহচর্যের সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত?' উত্তরে তিনি (সা.) বললেন, 'তোমার মা'। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'এবং তারপর?' তিনি (সা.) উত্তর দিলেন, 'তোমার মা'। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, 'এবং তারপর'? তিনি (সা.) উত্তর দিলেন তোমার পিতা'। (বুখারি, মুসলিম) অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, 'লোকটি জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রাসুল! কোন ব্যক্তি আমার সাহচর্যের বেশি উপযুক্ত? তিনি (সা.) বললেন, 'তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার পিতা, তারপর তোমার নিকটাত্মীয়গণ' (বুখারি ও মুসলিম)।

আরেক হাদিসে মুসনাদে আহমাদে উল্লেখ আছে হজরত হাজেমা (রা.) নামক এক সাহাবি থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি হজরত রাসুল (সা.)-এর কাছে জিহাদে শরিক হওয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য উপস্থিত হলাম। তখন মহানবি (সা.) বললেন তোমার মা কি জীবিত আছেন? আমি বললাম হ্যাঁ, তখন মহানবি (সা.) বললেন তুমি ফিরে যাও ও তোমার মাতার সম্মান এবং খেদমতে লেগে যাও। কেননা তার দু'পায়ের নিচেই বেহেশত রয়েছে।

৭.স্ত্রী হিসেবে নারীর অধিকার ও অবস্থান:

মানুষের জীবনে সবচেয়ে অন্তরঙ্গ সঙ্গী হলো তার স্ত্রী। সুখে-দুঃখে, বিপদে- আপদে, ঘরে-সফরে বিবাহ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন স্ত্রী সর্বদা নিজেকে স্বামীর সেবায় নিয়োজিত রাখেন। এজন্যই তো তিনি 'রব্বাতুল বাইত' তথা ঘরের রাণী। মহান আল্লাহ তা'আলা স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে পরস্পরের পোশাকের সাথে উপমা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ.

অর্থ: স্ত্রীগণ তোমাদের পোশাকস্বরূপ আর তোমরা স্ত্রীদের পোশাকস্বরূপ। (সূরা বাকারা-১৮৭)

অর্থাৎ পোশাক যেমন শরীরের সাথে লেগে থাকে তেমনি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কও অবিচ্ছেদ্য এবং সর্বদা লেগে থাকার। আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন স্বামীদের প্রেমাস্পদ হিসেবে, স্বামীদের শান্তি অর্জনের জন্য। ইরশাদ হচ্ছে,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি হল; তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মাঝে ভালোবাসা ও অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি করেছেন। (সূরা রূম-২১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لم ير للمتحابين مثل النكاح.

অর্থ: বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যে ভালোবাসা সৃষ্টি হয় তার অনুরূপ আর কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ১৮৪৭)

তিনি আরো বলেন, মুমিন ব্যক্তি তাকওয়া অর্জনের পর উত্তম বিবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন জিনিস অর্জন করতে পারে না। (প্রাগুক্ত; হা.নং ১৮৫৭)

স্ত্রী হল স্বামীর অর্ধেক দীন-ধর্ম সংরক্ষণকারী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন কোন বান্দা বিবাহ করে তখন সে তার অর্ধেক দীনদারী পূর্ণ করে নিল। অতএব সে যেন বাকিটুকুর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে। (শু'আবুল ঈমান; হা.নং ৫১০০)
স্বামী তার স্ত্রীর জন্য ভরণ-পোষণের দায়িত্ব,মহর আদায় করা, বসবাসের ব্যবস্থা, স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার, স্ত্রীকে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া ইত্যাদি নানাবিধ দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

৮.কন্যা হিসেবে নারীর মর্যাদা:

ইসলাম একজন নারীকে তার প্রাথমিক জীবনে কন্যা বা বোন হিসেবে স্নেহ-মায়া ও মমতার চাদরে আবৃত করেছে। ওকবা ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, ‘কারও তিনটি কন্যাসন্তান থাকলে এবং সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করলে, তাদের জন্য যথাসাধ্য খোরপোশের ব্যবস্থা করলে, তারা কেয়ামতের দিন এ জন্য জাহান্নাম থেকে অন্তরায় হবে।’ (ইবনে মাজাহ ৩৬৬৯)। কন্যাসন্তানের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাদের জন্য উত্তরাধিকারের বিধান চালু রয়েছে ইসলামে। ইসলাম মৃত ব্যক্তির সম্পদে পুরুষ ও নারীর অংশ (উত্তরাধিকার) সমান গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছে। সাধারণত একজন নারী কন্যা হিসেবে মৃত পিতার সম্পদে দুই-তৃতীয়াংশ, স্ত্রী হিসেবে মৃত স্বামীর সম্পদে এক-অষ্টমাংশ এবং মা হিসেবে মৃত সন্তানের সম্পদে এক-ষষ্ঠমাংশ ‘মিরাস’ পেয়ে থাকে। মিরাস বান্দার হক; যা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। এ ব্যাপারে গড়িমসি করলে কঠিন হুঁশিয়ারির ঘোষণা এসেছে। ইরশাদ হয়েছে, ‘এসব (মিরাস) আল্লাহর নির্ধারিত সীমা এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসুলের অনুসরণ করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে এবং এটা বিরাট সাফল্য। আর যে আল্লাহ ও তার রাসুলের নাফরমানি করে এবং সীমারেখা লঙ্ঘন করে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর তার জন্যই রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।’ (সুরা নিসা ১৩-১৪)

৯.বোন হিসেবে নারীর অধিকার ও মর্যাদা :

ভাই-বোনের সম্পর্ক নিয়ে ইসলামে বিভিন্ন হাদিস রয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: যারা তাদের মেয়ে বা বোনদের প্রতি ভালো আচরণ করবে এবং তাদের অধিকারের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে, তাদের জন্য জান্নাত নির্ধারিত আছে (তিরমিজি, হাদিস: ১৯১৬)। এছাড়াও, বড় ভাই-বোনদের ছোটদের প্রতি পিতার স্নেহ ও অধিকারের মতো আচরণ করা

এবং ছোট ভাই-বোনদের বড়দের প্রতি পিতামাতার মতো সম্মান ও আদব রক্ষা করা উচিত। আমাদের ভাই-বোনদের সঙ্গে সর্বদা ভালো আচরণ করা উচিত। তাদের প্রাপ্য অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে এবং এ ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করতে হবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ এর শাস্তি গুরুতর।বিপদের সময় একে অপরকে সাহায্য করা এবং সঠিক পরামর্শ দেওয়া উচিত। প্রয়োজনের সময় ভাই-বোনের প্রতি কৃপণতা না করে তাদের প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করতে হবে। যার প্রতিটি কাজ করাই ইসলামের নির্দেশনা।

১০.সম্পত্তিতে নারীর অধিকার ও অবস্থান:

ইসলামে নারীদের সম্পত্তির অধিকার রয়েছে, যা কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে নির্ধারিত। একজন নারী বিভিন্ন সম্পর্কের ভিত্তিতে সম্পত্তির মালিক হতে পারেন, যেমন - মেয়ে হিসেবে পিতার সম্পত্তি, স্ত্রী হিসেবে স্বামীর সম্পত্তি এবং মা হিসেবে সন্তানের সম্পত্তির অংশীদার হওয়া। পুরুষদের তুলনায় নারীদের উত্তরাধিকারের অংশ কম হলেও এটি তাদের ওপর আরোপিত আর্থিক দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে মুক্তি দেয়।

পিতার সম্পত্তিতে সাধারণভাবে, কন্যা সন্তানরা তাদের ভাইদের অর্ধেক সম্পত্তি পায়। অর্থাৎ, পুত্র ও কন্যা যদি একই সাথে উত্তরাধিকারী হন, তবে পুত্র যে পরিমাণ সম্পত্তি পাবেন, কন্যা পাবেন তার অর্ধেক।

যদি পুত্র না থাকে, তবে একটি কন্যা সন্তান মোট সম্পত্তির অর্ধেক পাবেন। একাধিক কন্যা থাকলে, তারা যৌথভাবে মোট সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবেন।

স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রী হিসেবে একজন নারী স্বামীর সম্পত্তির একটি অংশ (সাধারণত আট ভাগের এক ভাগ) পাবেন, যদি মৃত স্বামীর কোনো সন্তান থাকে।

সন্তান না থাকলে, স্ত্রী স্বামীর মোট সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবেন।

মায়ের সম্পত্তিতে সন্তান হিসেবে, একজন নারী তার মৃত মায়ের সম্পত্তি থেকে অংশ পান। যদি তার কোনো সন্তান না থাকে, তবে তিনি তার মৃত সন্তানের সম্পত্তির একটি অংশ পাবেন।

অন্যান্য ক্ষেত্রে ইসলামে নারীর নিজস্ব সম্পত্তি, আয় এবং উপার্জন তার নিজস্ব সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। এই সম্পদের ওপর পুরুষদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।

ইসলামী আইন অনুযায়ী, একজন নারীর আর্থিক দায়িত্ব তার ওপর নির্ভরশীল পুরুষদের (যেমন স্বামী, পুত্র, ভাই) ওপর বর্তায়। ইসলামে বিধবাদের উত্তরাধিকারের অংশ থেকে বঞ্চিত করার প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

১১.শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর অধিকার:

ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য না করে উভয়কে সমভাবে জ্ঞানার্জনের আদেশ দিয়েছে। কুরআনের নির্দেশও তাই। কুরআন সকল পাঠককেই আদেশ করছে পড়তে, চিন্তা-গবেষণা করতে অনুধাবন করতে এমনকি বিশ্ব প্রকৃতির মাঝে লুক্কায়িত বিভিন্ন নিদর্শন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে। নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাছে প্রথম যে ওহী নাযিল তার প্রথম শব্দ ছিল 'ইকরা' অর্থাৎ পাঠ কর। এখানে স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই পাঠ করতে বলা হয়েছে। সুতরাং জ্ঞানার্জন শুধুমাত্র পুরুষের জন্য সীমাবদ্ধ করা হয়নি, পুরুষের মত নারীকেও জ্ঞানার্জনের পূর্ণ অধিকার দেয়া হয়েছে।মূল শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। অবশ্য শিক্ষার প্রকারে পার্থক্য আবশ্যক। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর প্রকৃত শিক্ষা এই যে, তদ্বারা তাকে আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ মাতা এবং আদর্শ গৃহিনীরূপে গড়ে তোলা হবে। যেহেতু তার কর্মক্ষেত্র গৃহ, সেহেতু তাকে এমন শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন যা এ ক্ষেত্রে তাকে অধিকতর উপযোগী করে তুলতে পারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

''তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।''

এ হাদীসে কুরআনের 'ইলম শিক্ষা করার জন্য বলা হয়েছে। আর এ শিক্ষা পুরুষদের ন্যায় মহিলাদের জন্য সমভাবে প্রয়োজন। অমিয়া বাগদাদী নাম্নী জনৈকা মহিলা মদীনাতে ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট 'ইলমে হাদীস এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট 'ইলমে ফিকহ শিক্ষা লাভ করেন। এমনিভাবে ইসলামের প্রথম যুগে মহিলারা হাদীস, তাফসীর ও ফিকহ এর বিশদ জ্ঞান অর্জন করে দীনের প্রচারণার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। আর এ শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রচারণা পর্দাহীনভাবে হয়নি। মাদখাল'' নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, অতীতে মুসলিম মনীষীদের পত্নীগণ ইসলামী শরীয়তের বিষয়াদি লিখে মহিলাদের নিকট ব্যাপকভাবে প্রচার ও শিক্ষাদান কাজে আত্মনিয়োগ করেন। যার ফলে তাঁদেরই গর্ভে বড় বড় আলেম, ফকীহ ও ইমামের জন্ম হয়। যাদের দৃষ্টান্ত বর্তমান বিশ্বে দূর্লভ। পুরুষদের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে যে সকল সুযোগ-সুবিধা আছে পর্দাজনিত কারণে মহিলাদের ক্ষেত্রে তা নেই। স্বাভাবিকভাবেই তাদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সীমিত। কাজেই পুরুষদের মত মহিলাদেরও বিকল্প শিক্ষা পদ্ধতি থাকা দরকার। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) বলেনঃ ''এ সকল

ফিতনা বা অসুবিধার জন্য শিক্ষা দায়ী নয়, বরং শিক্ষা পদ্ধতি অথবা পাঠ্যক্রম কিংবা ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনাই একমাত্র দায়ী।"

১২.নারীদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার :

নারীর ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় সব ক্ষেত্রেই পূর্ণ মর্যাদা, স্বাধীনতা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করেছে। ইসলাম নারীকে কেবল পরিবারের অংশ নয়, বরং সমাজ ও রাষ্ট্রেরও কার্যকর সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ইসলাম নারীকে জ্ঞান অর্জনের পূর্ণ অধিকার দিয়েছে। হাদীসে রয়েছে-

"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর ফরজ।"

অর্থাৎ, নারীরা ধর্মীয়, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক সব ধরনের জ্ঞান অর্জন করতে পারে।নারীর সুরক্ষা নিশ্চিত করা ইসলামি সমাজের দায়িত্ব।

নারীর প্রতি সহিংসতা, নির্যাতন, অপমান, ইভটিজিং এসব কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। নারীর সতীত্ব, সম্মান, শালীনতা রক্ষা করা সমাজের দায়িত্ব। ইতিহাসে দেখা যায় নারী ইসলামি সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।প্রাথমিক ইসলামে নারীরা বায়আত দিতেন (রাষ্ট্রীয় প্রতিশ্রুতি)। সামাজিক কাজে অংশ নিতেন-যুদ্ধের সময় চিকিৎসা, পানি সরবরাহ, আহতদের সেবা এসব কাজ করতেন। অনেক নারী ছিলেন জ্ঞানী, শিক্ষিকা, মুফাসসিরা।সমাজে নারীর অবস্থানকে মজবুত করতে ইসলাম দিয়েছে নিজের মতামত দেওয়ার অধিকার,পছন্দ প্রকাশের অধিকার,জোরপূর্বক বিয়ে নিষিদ্ধ, তালাক, খোলাআ, বৈধ বিচ্ছেদের অধিকার। নারী নিজের উপার্জনের মালিক,নিজের নামে সম্পদ রাখতে পারে,ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে,উত্তরাধিকার পায়। এগুলো সমাজে তার সম্মান ও আত্মনির্ভরশীলতা বাড়ায়। ইসলাম নারীর প্রতি অন্যায়, অপমান, প্রতারণা বা অধিকার বঞ্চনাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে।নারীরা যাকাত, সাদাকা, দান-খয়রাত, শিক্ষা-সেবা, সমাজ উন্নয়ন এসব কাজে অংশ নিতে পারে।

নারী মুসলিম হয়ে রাষ্ট্রের একজন পূর্ণাঙ্গ নাগরিক। তার ধর্মীয় স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, সম্পদ, ইজ্জত রাষ্ট্র কর্তৃক রক্ষিত। কোরআনে স্পষ্টভাবে নারীদের বায়আত গ্রহণ করা হয়েছে (সূরা মুমতাহিনা ১২)। এটি এক ধরনের রাজনৈতিক অধিকার রাষ্ট্রকে সমর্থন ও প্রতিশ্রুতি দেওয়া।রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে মতামত দিতে নারীর বাধা নেই।হযরত উমর (রা.) নারীর মতামত গ্রহণ করে আইন সংশোধন করেছিলেন এটি রাষ্ট্রীয় শুরায় নারীর অংশগ্রহণের ঐতিহাসিক প্রমাণ।ইসলামে নারীর প্রশাসনিক পদ,শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সেবা,বিচার ব্যবস্থার সহায়ক ভূমিকা,অর্থনৈতিক পদ এগুলোতে কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

ইতিহাসে খাইশা বিনতে মুহাম্মদ ও উম্মে দারদা (রা.) অনেক বিচার-পণ্ডিতের শিক্ষক ছিলেন।রাষ্ট্র নারীকে ভরণ-পোষণ,সম্পত্তির সুরক্ষা,আইনি সহায়তা,শত্রু থেকে রক্ষা এসব নিশ্চিত করে। রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণেও নারীর ভূমিকা রয়েছে ওয়কফ স্থাপন,অনাথ, দরিদ্র, রোগীদের সহায়তা,শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে নারীদের পদচারণা আমরা লক্ষ্য করতে পারি।

১৩.নারীদের ধর্মীয় অধিকার:

ইসলাম নারীকে ধর্মীয় ইবাদত, জ্ঞান, আত্মিক উন্নয়ন ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সমান অধিকার দিয়েছে। ইসলাম নারীকে কেবল সামাজিক বা পারিবারিক ভূমিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি বরং তাকে একজন পূর্ণাঙ্গ দীনদার, আল্লাহভীরু ও ইমানদার ব্যক্তি হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ দিয়েছে।ইসলামে পুরুষ-নারী উভয়ের জন্যই ইবাদতের আদেশ সমান।
নারীরা করতে পারে সালাত, সিয়াম,যাকাত প্রদান,তাহাজ্জুদ,দোয়া-জিকির,কোরআন তিলাওয়াত,ইসলামি জ্ঞান অর্জন সহ সব ধরনের ইবাদত। নারীর ইবাদতের সওয়াব পুরুষের সওয়াবের মতোই পূর্ণ ও সমান।রাসূল ﷺ বলেছেন—

“জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর ফরজ।”

নারী ধর্মীয়-জ্ঞান,কোরআন-হাদিস,তাফসির,ফিকহ এবং প্রয়োজনীয় দুনিয়াবি জ্ঞান সবই অর্জন করতে পারে। ইসলামের ইতিহাসে হাজার হাজার নারী ছিলেন আলেমা, মুহাদ্দিসা, শিক্ষিকা, ফকিহা। হাদিস-

“তোমরা আল্লাহর বান্দিদের (নারীদের) আল্লাহর মসজিদে যেতে বাধা দিও না।”
(সহিহ মুসলিম)

অর্থাৎ নারীরা চাইলে মসজিদে গিয়ে নামাজ, জ্ঞান অর্জন ও ইবাদত করতে পারে। তবে ঘরে নামাজ পড়া নারীর জন্য উত্তম—এ কথাও হাদিসে এসেছে। ইসলাম নারীদের দিয়েছে নিজের ধর্মীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার,নিজের ইবাদত পরিকল্পনা করার অধিকার,
নিজের পর্দা, শালীনতা, আচরণে স্বাধীনতা,নিজের আমল উন্নত করার অধিকার। কেউ তাকে জোর করে ইবাদত থেকে বিরত রাখতে পারে না। ইসলাম পর্দাকে নারীর মর্যাদা রক্ষার মাধ্যম হিসেবে দেখেছে।

নারীর অধিকার শালীনভাবে চলাফেরা করা,নিজের সম্মান রক্ষা করা,নিরাপদ পরিবেশ পাওয়ার দাবি রাখা

এগুলো ধর্মীয় অধিকার হিসেবে বিবেচিত। নারী হজ্জ,ওমরাহ করতে পারে এবং এটি তার জন্য ফরজ হয় যখন সক্ষমতা থাকে। নারীর নিরাপত্তার জন্য মাহরাম থাকা শর্ত করা হয়েছে এটি নারীকে রক্ষার জন্যই।নারীরা যাকাত,সাদাকা,ফিতরা,ওয়াকফ,দান–খয়রাত সবই করতে পারে। তারা নিজের সম্পদ নিজস্ব ইচ্ছেমতো দান করার স্বাধীনতা রাখে। ইসলামে নারীরা ধর্মীয় ক্লাস নিতে পারে,অন্য নারীদের শিক্ষা দিতে পারে,সমাজে নৈতিকতার প্রচার করতে পারে,সন্তানদের ইসলামী শিক্ষা দিতে পারে। তাদের শিক্ষাদানকে ইসলামে অত্যন্ত সম্মান করা হয়েছে। "মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী—তাদের আমল অনুযায়ী আল্লাহ তাদের পুরস্কার দেবেন।"

এ থেকে বোঝা যায় ধর্মীয় মর্যাদা লিঙ্গভিত্তিক নয়, বরং ইমান ও আমলভিত্তিক।

১৪.নারীদের অর্থনৈতিক অধিকার:

ইসলামে নারীদের অর্থনৈতিক অধিকারের মধ্যে রয়েছে তাদের সম্পত্তি অর্জন, মালিকানা, এবং ব্যবস্থাপনার অধিকার, বৈধ উপার্জন থেকে সম্পূর্ণ নিজস্ব মালিকানা, দেনমোহর ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের অধিকার, এবং ভরণপোষণের অধিকার। নারীদের কাজ করার, ব্যবসা-বাণিজ্য করার, এবং উপার্জিত অর্থের ওপর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে, যা তাদের ইচ্ছানুযায়ী খরচ করার ক্ষমতা। নারীরা তাদের নিজস্ব উপায়ে সম্পত্তি অর্জন করতে পারেন এবং সেই সম্পত্তির ওপর তাদের পূর্ণ অধিকার থাকে। পুরুষদের মতো নারীরাও জীবিকা অর্জনের জন্য কাজ বা ব্যবসা করতে পারেন এবং তাদের উপার্জনের ওপর সম্পূর্ণ নিজস্ব অধিকার থাকে, এতে স্বামীর কোনো অংশ থাকে না। বিবাহকালে প্রাপ্ত দেনমোহর সম্পূর্ণভাবে নারীর নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হয় এবং এটি কেবল তার অধিকারেই থাকে। ইসলামে নারীদের উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি লাভের অধিকার রয়েছে, যদিও কখনো কখনো পুরুষের চেয়ে কম অংশ দেওয়া হয়, তবে এটি একটি স্বীকৃত অধিকার।পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব পুরুষের ওপর বর্তায়, তাই নারীরা এক্ষেত্রে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য বাধ্য নন। ইসলাম নারীদের ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি দেয় এবং হালাল উপায়ে অর্থ উপার্জনের অধিকার নিশ্চিত করে। নারীরা তাদের উপার্জিত এবং প্রাপ্ত অর্থ নিজের ইচ্ছামতো ব্যয় করতে পারেন, যা তাদের আর্থিক স্বাধীনতা প্রদান করে।

১৫.সহবাসের ক্ষেত্রে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান:

সহবাসের ক্ষেত্রে নারীর শারীরিক কষ্টের বিষয়টি খেয়াল রেখে ঋতুস্রাব অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মেলামেশা ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। আল্লাহ বলেন,

وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ-

‘হে রাসূল (ছাঃ)! লোকেরা আপনার নিকট মহিলাদের স্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, এটা অশুচি জনিত কষ্টদায়ক বিষয়। অতএব তোমরা ঋতুস্রাব চলাকালীন মহিলাদের সাথে সহবাস থেকে বিরত থাক। তারা পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের নিকটে যেও না। যখন তারা (সম্পূর্ণরূপে) পবিত্র হবে তখন তোমরা তাদের কাছে যাও, যেভাবে আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে হুকুম করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীকে ভালবাসেন’ (বাক্বারাহ ২২২)।

পায়ুপথে সহবাস করা হারাম। তবে পুরুষরা স্ত্রীদের যৌনাঙ্গে যেদিক থেকে ইচ্ছা সহবাস করতে পারে। আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন, نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ‘তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র স্বরূপ। অতএব তোমাদের যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে শস্যক্ষেত্রে গমন কর’ (বাক্বারাহ ২২৩)।

হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَتِ الْيَهُوْدُ تَقُوْلُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِيْ قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ-

জাবির (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, ইহুদীরা বলত, পুরুষ যদি পশ্চাৎদিক হ’তে স্ত্রীর যৌনাঙ্গে সঙ্গম করে তাহ’লে সন্তান ট্যারা হয়। (তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের উদ্দেশ্যে) কুরআন মাজীদের এ আয়াত نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ‘তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার’ (বাক্বারাহ ২২৩)’।

১৬. পিতৃপরিচয় সংরক্ষণের অধিকার:

ইসলামে নারীদের পিতৃপরিচয়ের সুরক্ষার বিষয়টি তাদের নিজস্ব পরিচিতি এবং পারিবারিক পরিচয়ের ওপর নির্ভরশীল, যা মূলত বিবাহ ও বংশানুক্রমের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। ইসলামে একজন নারী তার স্বামীর মাধ্যমে একটি নতুন পরিচিতি লাভ করেন, কিন্তু তিনি তার পিতৃপরিচয়, অর্থাৎ পিতার নাম ও বংশের সঙ্গে সম্পর্ক হারান না। এটি ইউরোপে গত শতাব্দীতে নারীরা যে অধিকার পেয়েছে তার অনেক আগেই ইসলামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে নারীকে কুমারী নাম সংরক্ষণের অধিকার দেওয়া হয়েছে। ইসলামে একজন নারী তার পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হন, যা তার পিতৃপরিচয় সংরক্ষণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা একটি নতুন পারিবারিক সম্পর্ক তৈরি করে এবং নারীকে তার পিতার পরিবার থেকে তার স্বামীর পরিবারের সাথে যুক্ত করে। ইসলামে নারীকে তার পিতার পরিচয় এবং পৈত্রিক বংশের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার অধিকার দেওয়া হয়েছে, যা তাকে তার পৈত্রিক পরিচয়ের ওপর ভিত্তি করে নিজের পরিচিতি তৈরি করতে সাহায্য করে।

১৭.সন্তানের সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার:

সদাচারের ক্ষেত্রে মা-বাবার স্থান হলো সকল মানুষের ঊর্ধ্বে। কেননা, মানব জন্মের মূল হলো মাতা-পিতা। সন্তানের নিকট তাদের চেয়ে বড় আপনজন পৃথিবীতে অন্য কেউ নেই। তাঁরাই হলেন সন্তানের প্রতি সর্বাধিক অনুগ্রহ ও দয়া প্রদর্শনকারী। তাঁদেরকে সম্মান করা, শ্রদ্ধা করা, ভক্তি করা, প্রত্যেকটি সন্তানের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। শুধু তাই নয়; বরং এগুলো তাঁদের হক বা অধিকার। তবে উভয়ের মধ্যে তুলনামূলকভাবে সন্তানের জন্য সর্বাধিক দুঃখ-কষ্ট, যাতনা, ব্যথা ও আঘাত সহ্য করতে হয় মায়ের। গর্ভাবস্থায় মা সীমাহীন কষ্ট ও যাতনা ভোগ করে থাকেন। আল্লাহ বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ-

‘(আল্লাহ বলেন,) আর আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছেন এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দু’বছরে। অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (মনে রেখ, তোমার) প্রত্যাবর্তনস্থল আমার কাছেই’।

অতএব, মা-ই সন্তানের সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার রাখেন সবচেয়ে বেশি।

১৮.ইসলামে বিধবার অধিকার ও মর্যাদা:

ইসলাম বিধবা নারীর মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করে, যা তাকে একজন সম্মানিত এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ইসলাম বিধবা নারীকে সম্পত্তির অধিকার দেয়, ইদ্দত পালনের পর পুনরায় বিয়ে করার স্বাধীনতা দেয় এবং তাকে সমাজে বোঝা বা অপয়া হিসেবে দেখার কুসংস্কার দূর করে। ইসলামি সমাজে বিধবাদের মর্যাদার উদাহরণ হিসেবে রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্ত্রীগণ, যাদের অনেকেই ছিলেন বিধবা। ইসলাম বিধবা নারীকে সম্মানজনক জীবন যাপনের জন্য তার স্বামীর সম্পত্তির একটি অংশ (উত্তরাধিকার সূত্রে) প্রদান করে। ইদ্দত (৪ মাস ১০ দিন) পালনের পর বিধবা নারী স্বাধীনভাবে পুনরায় বিয়ে করার অধিকার রাখেন এবং এ ব্যাপারে তাকে জোর করা বা বাধা দেওয়া যায় না। ইসলাম বিধবা নারীর সম্মান ও নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দেয় এবং তাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা বা খারাপ আচরণ করা থেকে নিষেধ করে। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রায় সব স্ত্রীই ছিলেন বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা, যা ইসলামে বিধবার মর্যাদার একটি বড় উদাহরণ। ইসলাম বিধবাদের মানসিক ও আর্থিক দুরবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য তাদের পাশে দাঁড়ানোর ওপর জোর দেয়। বিধবার দায়িত্ব গ্রহণকে ইসলামে বিশেষ সওয়াবের কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং একে একটি মানবিক গুণ হিসেবে দেখা হয়।

১৯.নারীর প্রতি সম্মান পুরুষের ব্যক্তিত্বের প্রমাণ:

ইসলামে নারীর প্রতি সম্মান পুরুষের ব্যক্তিত্বের প্রমাণ, কারণ এটি নারীর প্রতি সম্মান ও মর্যাদাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক মূল্যবোধ হিসেবে দেখে। এটি পুরুষের উন্নত চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের একটি লক্ষণ, কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার স্ত্রীর প্রতি উত্তম আচরণ করে"।

ইসলাম নারীকে সম্মান, অধিকার ও নিরাপত্তা দিয়েছে, যা তার মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনে তিনটি বিষয় লক্ষণীয় ছিল—নামাজের প্রতি অনুরাগ, ফুলের প্রতি ভালোবাসা এবং নারীর প্রতি সম্মান। এটি নারীর প্রতি সম্মানকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে তুলে ধরে। নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা পুরুষের একটি উত্তম গুণ। যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর প্রতি উত্তম আচরণ করে, সে-ই উত্তম ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। কোরআন ও হাদিসে নারীকে সম্মান ও মর্যাদা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ইসলাম নারীকে কেবল যৌন বস্তু হিসেবে না দেখে, একজন সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ইসলাম এসেছে নারীকে সম্মান ও মর্যাদা দিতে, যা জাহেলিয়াত যুগে ছিল না। ইসলাম নারীকে পুরুষের

সমান নৈতিক অধিকার দিয়েছে এবং পরকালে সমান পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে একে অপরের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা থাকা জরুরি। ইসলামে বলা হয়েছে,

"তাদের সঙ্গে সৎভাবে জীবনযাপন কর; তোমরা যদি তাদের ঘৃণা কর, তাহলে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভুত কল্যাণ রেখেছেন, তোমরা তাকে ঘৃণা করছ" (সূরা নিসা: ১৯)।

ইসলামে নারীর প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের গুরুত্ব অনেক বেশি। এটি পুরুষের উন্নত চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের প্রমাণ এবং ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক মূল্যবোধ। এটি কেবল একটি সামাজিক বা ব্যক্তিগত বিষয় নয়, বরং এটি একটি গভীর ধর্মীয় নির্দেশ, যা পুরুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

২০.কোরআন ও হাদিসে উল্লেখিত বিখ্যাত নারী:

ইসলামের শ্রেষ্ঠ নারীদের মধ্যে রয়েছেন : হজরত খাদিজা (রা.), হজরত আয়েশা (রা.), হজরত ফাতেমা (রা.), এবং হজরত মরিয়ম (আ.)। এছাড়াও, হজরত আসিয়া (আ.)-কেও ইসলামে শ্রেষ্ঠ নারী হিসেবে গণ্য করা হয়।

হজরত খাদিজা (রা.) ছিলেন নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রথম স্ত্রী এবং ইসলামে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী নারী। তিনি তাঁর সম্পদ ও সমর্থন দিয়ে ইসলামের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

হজরত আয়েশা (রা.) ছিলেন নবী (সা.)-এর আরেক স্ত্রী এবং একজন জ্ঞানী ও প্রভাবশালী ধর্মপ্রচারক ছিলেন।

হজরত ফাতেমা (রা.) ছিলেন নবী (সা.)-এর কন্যা এবং একজন ধার্মিক ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি একজন আদর্শ মুসলিম নারীর প্রতীক হিসেবে পরিচিত।

হজরত মরিয়ম (আ.) ছিলেন ঈসা (আ.)-এর মা এবং কুরআনে তাঁর অনেক প্রশংসা করা হয়েছে। তাঁকে বিশ্বের নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসেবে গণ্য করা হয়।

হজরত আসিয়া (আ.) ছিলেন ফেরাউনের স্ত্রী, যিনি ঈমানের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন এবং ইসলামের ইতিহাসে একজন আদর্শ হিসেবে পরিচিত।তারা প্রত্যেকেই হলেন উম্মাহর নারীদের জন্য অনুকরণ এবং অনুপ্রেরণার বাতিঘর। তাদের মতো আরো অসংখ্য গায়রতসম্পন্ন নারীরা ছিলেন আমাদের পূর্বসূরী ইবাদত গুজারিনী এবং আল্লাহ-ওয়ালা নারী।

উপসংহার :

এরকম আরো অসংখ্য ক্ষেত্রে ইসলাম নারীদের অধিকার মর্যাদা এবং অবস্থান সুরক্ষিত করেছে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে যা পৃথিবীর অন্য কোন মত-ধর্ম-বর্ণের মানুষ নিশ্চিত করতে পারেনি। ইসলামে নারীর অধিকার ও অবস্থান স্পষ্ট, সম্মানজনক এবং সুন্দরভাবে নির্ধারিত। ইসলাম নারীকে মানুষ হিসেবে পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছে যেখানে তার সম্মান, নিরাপত্তা, শিক্ষার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার এবং পারিবারিক অধিকার সবই সুরক্ষিত। ইসলাম আগমনের আগে সমাজে নারী অবহেলিত ছিল, কিন্তু ইসলাম তাদের সম্মানিত করেছে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মূল্য দিয়েছে।

আর এই নারীরা তাদের নারীত্বের মর্যাদা বজায় রেখেই সমাজের উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছেন ও রাখছেন। নারী ছাড়া অন্য কেউই মাতৃত্বের সেবা ও সহধর্মিণীর গঠনমূলক সহযোগী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম নয়। মায়েদের ত্যাগ ও ভালোবাসা ছাড়া মানবীয় প্রতিভার বিকাশ ও সমাজের স্থায়িত্ব বজায় রাখা সম্ভব নয়। মায়েরাই সমাজের প্রধান ভিত্তি তথা পরিবারের প্রশান্তির উৎস। কোরআন ও হাদীস বারবার বলে যে, পুরুষ ও নারী উভয়েই আল্লাহর কাছে সমান। তাদের মর্যাদা ঠিক হয় কাজ, নৈতিকতা ও আল্লাহভীতির ওপর। তাই নারী শুধু পরিবারেই নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে এ অধিকার ইসলামই প্রথম স্পষ্টভাবে দিয়েছে।

যদিও অনেক জায়গায় আজও নারীরা তাদের প্রকৃত ইসলামী অধিকার পুরোপুরি পায় না, এটি ইসলামের কারণে নয় বরং সামাজিক ভুল ধারণা ও প্রথাগত মানসিকতার কারণে। তাই প্রয়োজন ইসলামকে সঠিকভাবে বোঝা এবং নারীর প্রতি ন্যায়, দয়া ও সম্মানের আচরণ করা।

সবশেষে বলা যায়—ইসলাম নারীকে সম্মান, ভালোবাসা, অধিকার ও মর্যাদার সুন্দর সমন্বয় দিয়েছে। এখন সমাজের দায়িত্ব হলো এই শিক্ষাকে সত্যিকারভাবে পালন করা।
ইসলামের আলোকে নারী ও পুরুষ একে অপরের পরিপূরক, আর এই সুন্দর ভারসাম্যই একটি শান্ত, সুখী ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলে যা আমাদের এই আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য।

তথ্যসূত্র:

মাসিক আত-তাহরিক
কুরআনের আয়াত
হাদিস
ইসলামিক আর্টিকেল
অনলাইন সোর্স